কর্মসংস্থান ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
www.karmasangsthanbank.gov.bd
E-mail : lrlrd@karmasangsthanbank.gov.bd

ঋণ আদায়, আইন ও গবেষণা বিভাগ

পরিপত্র নং-০৪/২০১৫ তারিখ ঃ ২৬.০৫.২০১৫

সকল ব্যবস্থাপক
কর্মসংস্থান ব্যাংক।

বিষয় ঃ উৎসাহ মূলক পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে অঞ্চল, শাখা এবং মাঠকর্মীর Performance মূল্যায়নের মানদন্ড সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা প্রসঙ্গে।

২১.০১.২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ১৩৭তম সভার অনুমোদনক্রমে ঋণ ও অগ্রিম, ঋণ আদায় ও আইন এবং গবেষণা বিভাগের ০৫.০২.২০০৯খ্রিঃ তারিখের ঋণ পরিপত্র নং-০১/২০০৯ এবং একই বিভাগের ০৯.০৩.২০০৯খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার লেটার নং-কেবি/প্রকা/ঋণ-৩৫/২০০৮-০৯/২৪৪৭(১১০) অনুযায়ী উৎসাহ মূলক পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে শাখা, অঞ্চল এবং মাঠকর্মীর Performance মূল্যায়নের মানদন্ড সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীকৃত ঋণের হারের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সকল শাখাকে নিম্নোক্ত ০৩টি গ্রেডে ভাগ করা হয় ঃ

(ক) ১০% পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ঋণের শাখাসমূহ A গ্রেডভুক্ত;
(খ) ১১%-২০% পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ঋণের শাখাসমূহ B গ্রেডভুক্ত;
(গ) ২০% এর উর্ধ্বে শ্রেণীকৃত ঋণের শাখাসমূহ C গ্রেডভুক্ত।

০২। উপরোক্ত নীতিমালা যখন জারী করা হয় তখন ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের হার ছিল ১৮%। ইতোমধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের হার ১৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ১০% হয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণের হার হ্রাস পাওয়ায় হ্রাসকৃত হারের ভিত্তিতে সকল শাখাকে নিম্নবর্ণিত ভাবে পুনরায় ০৩টি গ্রেডে পুর্নবিন্যাস করে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্তে মূল্যায়নের মানদন্ড নির্ধারন করা হয়।

(ক) ০ (শুন্য) থেকে ৫% পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ঋণের শাখাসমূহ A গ্রেডভুক্ত;
(খ) ৫.০১% থেকে ১০% পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ঋণের শাখাসমূহ B গ্রেডভুক্ত;
(গ) ১০% এর উর্ধ্বে শ্রেণীকৃত ঋণের শাখাসমূহ C গ্রেডভুক্ত।

০৩। ০৫.০২.২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পরিপত্রে পুরস্কারের পরিমান অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় তাত্বিকভাবে উহা বিদ্যমান থাকা সত্বেও বাস্তবায়নের অভাবে উহার কার্যকারীতা ছিল না। এছাড়া ইতোমধ্যে ঋনের উপাদান ও অবকাঠামোগত কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ৩০.০৬.২০১৪ তারিখ থেকে ঋণ Write off বা অবলোপন শুরু হয়েছে, শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১৮% থেকে ১০% এ হ্রাস পেয়েছে, শাখা ও অঞ্চলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি।

০৪। এমতাবস্থায়, পুরস্কার প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণের নিমিত্তে উপরোক্ত ০৫.০২.২০০৯ তারিখের ঋণ পরিপত্র নং-০১/২০০৯ এবং ০৯.০৩.২০০৯ তারিখের সংশ্লিষ্ট সার্কুলার লেটার নং-কেবি/প্রকা/ঋণ-৩৫/২০০৮-০৯/২৪৪৭ (১১০) বাতিল করে নিম্ন বর্ণিত প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য পরিচালনা বোর্ডের ২১১তম সভায় উপস্থাপন করলে পরিচালনা বোর্ড তা নিম্নরূপভাবে সদয় অনুমোদন করেন।

পুরস্কারের জন্য মানদন্ড ঃ

(ক) ঋণ বিতরণ ঃ

১) ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০০% অর্জনের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ২০। বিতরণের হার ১০০% অপেক্ষা কম হলে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আনুপাতিক হারে নম্বর প্রাপ্য হবেন।

২) $\text{বিতরনে হার} = \frac{\text{চলতি অর্থ বৎসরে বিতরণের পরিমাণ}}{\text{চলতি অর্থ বৎসরে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা}} \times ১০০$

তবে ঋণ বিতরনের হার যাই হোক উহাকে সর্বোচ্চ ১০০% এর বেশী ধরা হবে না।

চলমান পাত-০২

(খ) আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ঃ

১) পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ শে জুনের ১০০% আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হবে-৩০। আদায়ের হার ১০০% অপেক্ষা কম হলে মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আনুপাতিক হারে নম্বর প্রাপ্য হবেন।

২) $\text{আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার} = \dfrac{\text{চলতি বৎসরে আদায়যোগ্য ঋণ আদায়}}{\text{পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন তারিখে আদায়যোগ্য ঋণের স্থিতি}} \times ১০০$

তবে আদায়ের হার যাই হোক উহাকে সর্বোচ্চ ১০০% এর বেশী ধরা হবে না।

(গ) শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণ ঃ

১) শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণ ঃ
শ্রেণীকৃত ঋণের প্রারম্ভিক স্থিতি –– শ্রেণীকৃত ঋণের সমাপনী স্থিতি = শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের পরিমান। পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতির ১০০% আদায়ের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর-২০। অন্যান্য মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাদের অর্জনের আনুপাতিক হারে নম্বর প্রাপ্য হবেন।

২) $\text{শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের হার} = \dfrac{\text{শ্রেণীকৃত ঋণের প্রারম্ভিক স্থিতি} - \text{শ্রেণীকৃত ঋণের সমাপনী স্থিতি}}{\text{শ্রেণীকৃত ঋণের প্রারম্ভিক স্থিতি}} \times ১০০$

তবে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের হার যাই হোক উহাকে সর্বোচ্চ ১০০% এর বেশী ধরা হবে না।

৩। শ্রেণীকৃত ঋণের সমাপনী স্থিতি = সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরের ৩০ শে জুন তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতি + (সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে ঋণের সুদ মওকুফ ও মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে হ্রাসকৃত শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ)।

(ঘ) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মুনাফা অর্জনের হার ঃ

১। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০০% অর্জনের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর-২০। অন্যান্য মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আনুপাতিক হারে নম্বর প্রাপ্য হবে।

২। $\text{লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মুনাফা অর্জনের হার} = \dfrac{\text{লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মুনাফা অর্জন}}{\text{মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা}} \times ১০০$

তবে সর্বোচ্চ মুনাফার হার যাই হোক উহাকে ১০০% এর বেশী ধরা হবে না।

(ঙ) আমানত সংগ্রাহ ঃ

১। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০০% অর্জনের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১০। অন্যান্য মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আনুপাতিক হারে নম্বর প্রাপ্য হবেন।

২। $\text{আমানতের অর্জনের হার} = \dfrac{\text{চলতি অর্থ বৎসরে অর্জন}}{\text{চলতি অর্থ বৎসরে লক্ষ্যমাত্রা}} \times ১০০$

তবে অর্জনের হার যাই হোক উহাকে সর্বোচ্চ ১০০% এর বেশী ধরা হবে না।

এভাবে ঋণ বিতরণ, আদায়যোগ্য ঋণ আদায়, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মোট ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের Performance মূল্যায়ন করা হবে।

৪। শর্তাবলী ঃ

ক) এ পুরস্কার অর্থ বৎসর ভিত্তিক কর্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ শে জুনের তথ্যের ভিত্তিতে এবং পুরস্কারের জন্য বিবেচিত অর্থ বৎসরের ৩০ শে জুনের অর্জনের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

খ) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী একই অর্থবৎসরে একাধিক শাখায়/কার্যালয়ে কর্মরত থাকলে সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/কার্যালয়ের গড় কর্মের ভিত্তিতে কর্মমূল্যায়ন করে পুরাস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে।

গ) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাপ্ত নম্বর ৮০% এর কম হলে তা পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

চলমান পাত-০৩

ঘ) মাঠকর্মীর বরাদ্দকৃত এলাকায়, শাখায় ও অঞ্চলে পূর্ববর্তী বছরের ৩০ শে জুনের অবলোপনকৃত ঋণের স্থিতির নূন্যতম ২০% বিবেচ্য অর্থ বৎসরে আদায় করতে হবে। কোন মাঠকর্মীর বরাদ্দকৃত এলাকায়, শাখায় বা অঞ্চলে অবলোনপকৃত ঋণ না থাকলে এ শর্তটি প্রযোজ্য হবে না।

ঙ) কোন মাঠকর্মীর বরাদ্দকৃত এলাকায়, শাখায় বা অঞ্চলে পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতি শুন্য হলে এবং বিবেচ্য বৎসরে কোন ঋণ শ্রেণীকৃত না হলে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হবেন। তবে পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুন তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতি শুণ্য হওয়া সত্বেও বিবেচ্য অর্থ বছরে কোন ঋণ শ্রেণীকৃত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন নম্বর প্রাপ্ত হবেন না।

চ) প্রধান শাখা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শাখা, চট্টগ্রাম থেকে বিতরণকৃত বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন প্রকল্পের ঋণ পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

ছ) শ্রেণীকৃত ঋণের হারের ভিত্তিতে প্রত্যেক গ্রেডের শাখা হতে ১০ (দশ) জন মাঠ কর্মী, ০৫ (পাঁচ) জন শাখা ব্যবস্থাপক ও ০১ (এক) জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককে পুরস্কার প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মনিটরিং কর্মকর্তাকেও পুরস্কৃত করা হবে।

জ) <u>পুরস্কারের পরিমাণ</u> ঃ

১) মাঠকর্মী	৩,০০০/- টাকা।
২) শাখা ব্যবস্থাপক	৬,০০০/- টাকা।
৩) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	৯,০০০/- টাকা।
৪) মনিটরিং কর্মকর্তা	১২,০০০/- টাকা।

এ ভাবে কোন বৎসরে মোট পুরস্কার প্রাপ্তদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ১০X৩+৫ X ৩+১ X ৩+১ X৩=৫১ (একান্ন) জন এবং পরিমাণ ২,৪৩,০০০/- (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা।

প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসে পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের কর্মমূল্যায়নের জন্য সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-'ক') পূরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায়, আইন ও গবেষণা বিভাগে অগ্রপত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। আবেদনপত্র প্রেরণের পূর্বে মাঠকর্মীর ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক উহা যাচাই করবেন। অনুরূপ ভাবে শাখা ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক যাচাই করে নিশ্চিত হবেন। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের আবেদনপত্রসমূহ প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায়, আইন ও গবেষণা বিভাগ থেকে যাচাই অন্তে বিবেচনা করা হবে।

অনুমোদনক্রমে-

২৮.৫.২০১৫

(এইচ, এম, ফখরুদ্দীন আহমেদ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

পত্র সূত্র নং-কেবি/প্রকা/ঋআগবি/অঃ প্রঃ-৭৯/২০১৪-১৫/২০৭৮-(২৫০) তারিখ ঃ ২৬.০৫.২০১৫

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ</u>

১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। বোর্ড সচিব, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক।
৬। অফিস নথি।

মজুমদার ২৮/০৫/২০১৫

(মিহির মজুমদার)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার